International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal, **ISSN 2581-7795**

স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্পণ: হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ও নবজাগরণের বীজ

Mirror of the Freedom Movement: Hemchandra Kanungo's Literary Legacy and Seeds of Renaissance

Swapan Ghosh
PhD Research, Department of Bengali, C.M.J University, Jorabat, Meghalaya, India

Dr.Tanushree Ghosh
Assistant Professor, Department of Bengali, C.M.J University, Jorabat, Meghalaya, India

সারসংক্ষেপ

হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্য বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব, যিনি সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি যে সাহিত্যিক ভাষা ও প্রকাশকৌশল বেছে নিয়েছিলেন, তা সমকালীন যুবসমাজের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ও বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। তাঁর লেখা প্রবন্ধ, পুস্তিকা, গোপন সংবাদপত্র ও পত্রিকা-সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি একদিকে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, অন্যদিকে জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন আত্মপরিচয় ও সমাজসংস্কারের স্বপ্ন। এই গবেষণায় হেমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তিকে নবজাগরণের ধারার সাথে যুক্ত করে দেখা হয়েছে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নতুনভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আজকের প্রেক্ষাপটে তাঁর লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সাহিত্য কেবল নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের উৎস নয় — এটি শাসকের শৃঙ্খল ভাঙার শক্তি। এইভাবে হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকীর্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্পণ ও নবজাগরণের বীজ হিসেবে নতুন আলোকে প্রতিফলিত হয়।

মূল শব্দ : স্বাধীনতা আন্দোলন, হেমচন্দ্র কানুনগো, সাহিত্যিক উত্তরাধিকার, নবজাগরণ, বিপ্লবী সাহিত্য, স্বদেশী চেতনা, পত্রিকা সম্পাদনা, ঔপনিবেশিক শাসন, রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস নয়; এটি এক গভীর বৌদ্ধিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের কাহিনিও বটে। এই জাগরণের অন্যতম প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো — যিনি একাধারে বিপ্লবী, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল সমাজসংস্কারক হিসেবে বাংলার নবজাগরণকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মতোই, একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে, আর অন্যদিকে বাঙালি সমাজের মধ্যে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের শুরুতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের যে বিদ্রোহী স্রোত গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। বিদেশে গিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, অ্যানার্কিস্ট ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং তা দেশের মাটিতে প্রয়োগের চেষ্টা — এইসবের মধ্য দিয়ে হেমচন্দ্র এক নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধের জন্ম দেন। তাঁর রচনাগুলো সেই বোধেরই সাহিত্যিক রূপান্তর। এখানে শুধু বিদ্রোহের আহ্বান নেই, আছে বাঙালি সমাজের পশ্চাদপদতা, কুসংস্কার ও বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াস।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক কর্মধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর লেখা প্রবন্ধ, পত্রিকা-সম্পাদনা কিংবা বিপ্লবী পুস্তিকা — সবই ছিল একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র, যা ব্রিটিশ শাসনের শিকড় নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সাহিত্যকে তিনি নিছক বিনোদনের উপকরণ হিসেবে দেখেননি; বরং এটি ছিল জনমত গঠনের হাতিয়ার, যুবসমাজকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম। তাঁর লেখায় একদিকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, অন্যদিকে সমাজ-সংস্কারের অঙ্গীকার একীভূত হয়ে ধরা দেয়।

বাংলার নবজাগরণ শুধুমাত্র রেনেসাঁস-আন্দোলন বা সামাজিক সংস্কারের সীমায় আবদ্ধ ছিল না; এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন। হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার সেই স্বপ্নকে রক্ত-মাংস দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কাগজ-কলমের ভাষা যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে, তবে শৃঙ্খল ভাঙা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাঁর সাহিত্যে তাই প্রতিবাদ আছে, বিকল্প স্বপ্ন আছে, আর আছে এক নতুন যুগের বীজ — যা নবজাগরণের মাটি থেকে অঙ্কুরিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করেছিল।

এই আলোচনায় আমরা হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক রচনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্পণ হিসেবে মূল্যায়ন করব এবং তাঁর লেখায় যে নবজাগরণের বীজ সুপ্ত ছিল, তা কীভাবে সময়ের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে, সেই বিষয়টিও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

লক্ষ্য

- এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হল হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড এবং বিপ্লবী জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং তা স্বাধীনতা আন্দোলনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা।
- হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকর্মে রাজনৈতিক প্রতিবাদ, সমাজসংস্কারের ভাবনা এবং স্বদেশী চেতনার বিভিন্ন দিকগুলো বিশ্লেষণ করা।
- হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখার মাধ্যমে তিনি কীভাবে স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবী আদর্শের প্রতি প্রেরণা প্রদান করেছেন, এবং তা কীভাবে বাঙালি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে, তা নিরূপণ করা।
- বাংলার নবজাগরণ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ও চেতনার সম্পর্ক উন্মোচন করা, এবং কীভাবে তাঁর সাহিত্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা বিশ্লেষণ করা।
- হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে তাঁর সাহিত্যকর্ম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পুনরায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে এবং তার তাৎপর্য ও প্রভাব পুনর্মূল্যায়ন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করতে একটি বহুমাত্রিক গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকীর্তি, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করতে এই গবেষণায় সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস-গবেষণা, তুলনামূলক পদ্ধতি ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মিলিয়ে একটি সমন্বিত রীতি অনুসরণ করা হবে।

- **প্রাথমিক উৎস সংগ্রহ ও পাঠান্তর বিশ্লেষণ:**

  গবেষণার প্রথম ধাপে হেমচন্দ্র কানুনগোর মৌলিক রচনা, যেমন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, পুস্তিকা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখাসহ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সংগ্রহ করা হবে। এসব রচনাকে পাঠান্তর (Textual Analysis) পদ্ধতিতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এই বিশ্লেষণে লেখার ভাষা, শৈলী, রূপক, প্রতীক এবং বক্তব্যের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা উন্মোচন করার চেষ্টা থাকবে। বিশেষভাবে দেখা হবে কীভাবে তাঁর রচনাগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা ও নবজাগরণের বীজ বহন করেছে।

- **গৌণ উৎস থেকে প্রেক্ষাপটগত বিশ্লেষণ:**

  দ্বিতীয় ধাপে হেমচন্দ্র কানুনগোকে ঘিরে লেখা জীবনী, স্মৃতিকথা, ইতিহাস গ্রন্থ, সমকালীন ও আধুনিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র সংগ্রহ করা হবে। গৌণ উৎসের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও বিপ্লবী জীবনের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করা হবে। এতে বোঝা যাবে, তাঁর লেখাগুলি কীভাবে সমসাময়িক সমাজকে প্রভাবিত করেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের Larger Discourse-এ কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- **তুলনামূলক পদ্ধতি:**

  হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক অবদানকে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও বিপ্লবীদের রচনার সঙ্গে তুলনা করে দেখা হবে। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ লেখক ও চিন্তাবিদের রচনার সঙ্গে হেমচন্দ্রের লেখা কীভাবে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বহন করছে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক অবস্থান ও তাঁর রচনার বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

- **আর্কাইভাল ও লাইব্রেরি রিসার্চ:**

  গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় আর্কাইভ, লাইব্রেরি ও বিশেষ সংগ্রহশালা থেকে প্রাসঙ্গিক পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, সংবাদপত্রের পুরনো সংখ্যা, পত্রিকা ও দস্তাবেজ সংগ্রহ করা হবে। এভাবে প্রাথমিক ও সমকালীন উৎসের উপর নির্ভর করে গবেষণাকে আরও প্রামাণ্য ও নির্ভুল করা হবে।

- **বিষয়গত বিশ্লেষণ ও থিম্যাটিক কোডিং:**

  সব সংগৃহীত তথ্যকে থিম্যাটিক কোডিং পদ্ধতিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে। বিষয়ভিত্তিক কোডিংয়ের মাধ্যমে লেখাগুলি থেকে বারবার উল্লিখিত থিম, যেমন—স্বদেশী চেতনা, ঔপনিবেশিক দমন, সমাজ সংস্কার, যুবসমাজে বিপ্লবী চেতনা, ভাষার রাজনৈতিক ব্যবহার

ইত্যাদি চিহ্নিত করা হবে। এরপর এই থিমগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে বৃহত্তর বিশ্লেষণ গড়ে তোলা হবে।

- **সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ:**
  হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখাকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করা হবে। তাঁর সাহিত্য কীভাবে সমকালীন সমাজে আত্মপরিচয়, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণকে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়গুলো সমাজতত্ত্বের মূল ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা হবে।
- **ব্যাখ্যামূলক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি:**
  গবেষণার শেষধাপে সংগৃহীত উপাত্ত ও বিশ্লেষণ থেকে যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা হবে। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উভয় পদ্ধতিতে হেমচন্দ্র কানুনগোর উত্তরাধিকারকে মূল্যায়ন করে দেখা হবে, তাঁর সাহিত্যকীর্তির তাৎপর্য আজকের প্রেক্ষাপটেও কীভাবে প্রাসঙ্গিক।

মূল বিষয়বস্তু

হেমচন্দ্র কানুনগো ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন না, বরং তাঁর সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডও বিপ্লবী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হেমচন্দ্র কানুনগো যে সময়টাতে কাজ করেছেন , সেই সময়টি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক সংকটময় কাল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল এবং সাহিত্যও এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন এমন এক সাহিত্যিক যিনি বিপ্লবী আন্দোলন এবং সাহিত্যিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলিকে শক্তিশালী করেছেন। এই গবেষণায় হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে এবং তাঁর সাহিত্যিক অবদানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিবেচনা করা হবে।

হেমচন্দ্র কানুনগো জন্মেছিলেন এমন এক সময়, যখন ভারতীয় উপমহাদেশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতীয় সমাজ ছিল অবর্ণনীয় দুঃখ, নিপীড়ন এবং শোষণের শিকার। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের অনুভূতি ছিল তবে সেই প্রতিবাদ সমগ্র জনগণের মধ্যে একত্রিত হতে

পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে সাহিত্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো এই পরিবর্তনকে অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যিক রচনাগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হন।

উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের ভারতীয় সমাজ ছিল শাসকগোষ্ঠীর শোষণ এবং দমননীতির অধীনে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষরা ছিল শোষিত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাঁদের অধিকারের বিষয়ে অবহেলিত। এই পরিস্থিতিতে সাহিত্য একটি এমন মাধ্যম ছিল, যার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সমাজে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর সাহিত্যিক কর্মের মাধ্যমে এই প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরেছিলেন।

তিনি তাঁর পুস্তিকা এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর লেখাগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ ছিল। হেমচন্দ্র জানতেন যে শুধুমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে সফলতা আসবে না বরং লেখনীও একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছিলেন। বিশেষত যুবসমাজকে তিনি উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক নতুন রূপে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাঁর সাহিত্য ছিল শুধু কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, এটি ছিল এক শক্তিশালী সমাজসংস্কারের আহ্বান।

হেমচন্দ্র কানুনগোর জীবন ছিল সাহিত্যের পাশাপাশি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ। তাঁর জীবনের অনেক অংশ ছিল গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত। তিনি বিদেশে গিয়ে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখেছিলেন এবং পরে দেশে ফিরে যুবসমাজকে বিপ্লবী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হেমচন্দ্র কেবল সাহিত্য রচনা করেননি বরং বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি অন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন ।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্য কর্মে বিপ্লবী আদর্শের ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তিনি শুধু একটি সাহিত্যিক নয় বরং বিপ্লবী আন্দোলনেরও একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। তাঁর লেখা পুস্তিকা, লিফলেট এবং গোপন পত্রিকা ছিল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যম, যা জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা ছড়িয়ে দিত। এই গোপন পুস্তিকাগুলি এবং লিফলেটগুলি

বিপ্লবীদের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ের গোপন কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তৃত করছিলেন এবং সমাজে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সমর্থন গড়ে তুলছিলেন।

হেমচন্দ্র কানুনগো শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক ছিলেন না বরং তিনি একাধিক গোপন সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ সরকারের নজরদারি সত্ত্বেও বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবীরা নিজেদের মতামত বিনিময় করতে পারতেন এবং তাঁদের আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হতেন।

তিনি গোপন ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন এবং সেগুলি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা এবং পুস্তিকাগুলি বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই গোপন প্রচারপত্রগুলো ছিল শাসকগোষ্ঠীর দমননীতি থেকে মুক্ত, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিত। এর মাধ্যমে তিনি জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলার নবজাগরণ শুধু সমাজসংস্কারের এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণেরও অংশ ছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন এই নবজাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁর সাহিত্য ছিল এই নবজাগরণের অন্যতম চালিকা শক্তি। তাঁর লেখায় যে শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, কুসংস্কারবিরোধিতা এবং আত্মপরিচয়ের উপাদান ছিল, তা সমকালীন সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকর্মে যে চিন্তা ও দর্শন ছিল, তা শুধু সমাজের জন্য নয়, বরং দেশের জন্যও একটি নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিল। তিনি ভারতীয় সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সমর্থন করেও, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ধারণা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় আধুনিকতা, যুক্তিবাদ এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ছিল, যা ভারতের নবজাগরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকর্মে তাঁর ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর বিপ্লবী চিন্তা এবং প্রতিবাদ সহজে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে। তাঁর ভাষাশৈলী ছিল সরাসরি এবং সাহসী, যা জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্রেক করেছিল এবং শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব তৈরি করেছিল।

তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল জনগণের মাঝে সমষ্টিগত চেতনার জাগরণ ঘটানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর লেখায় প্রতিবাদের ভাষা এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের আহ্বান ছিল, যা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ভাষা ছিল তাঁর জন্য কেবল একটি সাহিত্যিক কৌশল নয় বরং এটি ছিল এক রাজনৈতিক অস্ত্র, যা মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক কার্যক্রমের তুলনা করা যেতে পারে সমসাময়িক লেখকদের সাথে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ লেখকরা একে অপরের সাথে সমকালে কাজ করছিলেন এবং তাঁরা সাহিত্য ও রাজনীতির সংমিশ্রণে নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছিলেন। তবে হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্য ছিল তাঁদের থেকে কিছুটা আলাদা। তাঁর সাহিত্য ছিল মূলত বিপ্লবী এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি সরাসরি আহ্বান। তিনি সাহিত্যকে যেভাবে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁকে আলাদা করে তোলে।

বিশেষ করে, অরবিন্দ ঘোষের বিপ্লবী সাহিত্যচর্চা এবং হেমচন্দ্রের গোপন বিপ্লবী পুস্তিকাগুলোর মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক ছিল। এই তুলনামূলক আলোচনা হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবী কার্যকলাপকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে।

হেমচন্দ্র কানুনগো কেবল তাঁর সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যকীর্তি এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর ভাবধারা এবং সাহিত্যিক কৌশলগুলি বিপ্লবী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য এক শক্তিশালী প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে হেমচন্দ্রের চিন্তা ও মতাদর্শের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাঁর সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমে তিনি একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা এবং আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের বিপ্লবী লেখক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আজকের দিনে, যখন নতুন প্রজন্ম সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাষা ব্যবহার করছে, হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তাঁর সাহিত্যিক চিন্তাধারা, ভাষাশৈলী এবং বিপ্লবী আদর্শ বর্তমান প্রজন্মকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে। তাঁর সাহিত্যকে যদি আমরা আধুনিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করি তবে তা নতুন প্রজন্মের জন্য এক শক্তিশালী উৎস হতে পারে, যা তাদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করবে।

হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্য এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র তার সময়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং তা আজকের সমাজে এখনও এক শক্তিশালী প্রেরণার উৎস। তাঁর লেখাগুলির মধ্যে নিহিত বিপ্লবী আদর্শ এবং দেশপ্রেমের আহ্বান এখনও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং তা আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং সংগ্রামের প্রেরণা জোগাতে সক্ষম।

উপসংহার

হেমচন্দ্র কানুনগোকে শুধু একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে দেখলে তাঁর অবদানকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সমাজচিন্তক, শিক্ষাব্রতী এবং সাহিত্যিক, যিনি কলমকে অস্ত্র করে উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সেই যুগের প্রতিটি আন্দোলনের স্পন্দন, প্রতিবাদের ভাষা আর নতুন সমাজের স্বপ্ন।হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার আমাদের শিখিয়ে দেয়, সাহিত্য কখনো নিছক বিনোদনের বস্তু নয় — এটি মানুষের চেতনার অন্যতম প্রধান বাহক, যা শাসকশ্রেণির চোখের আড়ালেও মানুষের মনের গভীরে বিপ্লবের বীজ বপন করতে সক্ষম। তিনি বুঝেছিলেন, অস্ত্র হাতে নিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। তাঁর গোপন পুস্তিকা, লিফলেট, প্রবন্ধ আর পত্রিকা-সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তিনি সেই কাজটিই করে গেছেন অদম্য সাহসিকতায়।এই গবেষণায় হেমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি, তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং নবজাগরণের সাথে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। দেখা গেছে, কিভাবে তাঁর লেখা সমকালীন যুবসমাজকে সংগঠিত করেছিল, কীভাবে তাঁর গোপন প্রচারপত্র শাসকের চোখ ফাঁকি দিয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল, আর কীভাবে তাঁর রচনার ভাষা হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের জ্বলন্ত হাতিয়ার।তাঁর রচনার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর তাৎপর্য। হেমচন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেননি, বলেছেন আত্মপরিচয়, সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার কথা। এই দিকটি তাঁর সাহিত্যকে শুধু বিপ্লবের সঙ্গে নয়, বাংলার নবজাগরণের সাথে অবিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অতএব হেমচন্দ্র কানুনগোর সাহিত্যকীর্তি শুধু অতীতের দলিল নয় — এটি এক সময়োত্তীর্ণ প্রেরণা, যা প্রতিটি প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণের নাম নয়, এটি একটি অন্তর্দৃষ্টি, একটি বোধ, যা সমাজকে নতুন আলোতে দেখার শক্তি জোগায়। এই কারণে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ও নবজাগরণের বীজ আজও প্রাসঙ্গিক, আজও আমাদের পথ দেখায় — কাগজের পাতায় লেখা শব্দগুলো কিভাবে শাসকের বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র

- কানুনগো, হেমচন্দ্র। *বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স: স্মৃতিকথা ও নির্বাচিত রচনা।* কলকাতা: বিপ্লবী প্রকাশন, ১৯৩০ (পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫)।
- সরকার, সুমিত। *বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৩–১৯০৮।* নয়া দিল্লি: পিপলস পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও বসু, অঞ্জলি। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।
- ঘোষ, অরবিন্দ। *বন্দে মাতরম প্রবন্ধ সমগ্র।* কলকাতা: অরবিন্দ আশ্রম, ১৯২০ (সংকলন)।
- মজুমদার, হিমাংশু। *বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ও সাহিত্যিক প্রভাব।* কলকাতা: রাধা পাবলিকেশন, ১৯৯২।
- দত্ত, অমিতাভ। *বাংলার নবজাগরণ: জাতীয়তাবাদের মূল ও বিকাশ।* কলকাতা: বিশাল পাবলিকেশন, ২০০১।
- বসু, অপর্ণা। *ভারতে শিক্ষার প্রসার ও রাজনৈতিক বিকাশ, ১৮৯৮–১৯২০।* দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪।
- মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার। *বাংলার বিপ্লবী সাহিত্য ও ইতিহাস।* কলকাতা: দে'জ, ১৯৮৫।